ভোরের কাগজ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর আশরাফুজ্জামানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ৮ শিক্ষকের অনাস্থা

বাকৃবি প্রতিনিধি : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও পাঠ্যপর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুঃ আশরাফুজ্জামানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ৮ জন শিক্ষক একযোগে অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে গ্রুপিং বিরাজমান। সম্প্রতি সিড প্যাথলজি ল্যাবরেটরির পরিচালক নিয়োগ নিয়ে বিরোধ চরমে পৌছলে উক্ত বিভাগের ৮ জন শিক্ষক বর্তমান বিভাগীয় প্রধানকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রফেসর ড. ইসমাইল হোসেনকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে নিয়োগদানের জন্য উপাচার্য বরাবর এক পত্র দেন। অনাস্থাজ্ঞাপন পত্রে অধ্যাপকগণ উল্লেখ করেছেন, প্রফেসর আশরাফুজ্জামান বিভাগীয় প্রধান হিসেবে পাঠ্যপর্ষদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে বিভাগীয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছেন।

সূত্রটি জানায়, গত ৯ জলাই অনুষ্ঠিত উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের পাঠ্যপর্ষদের জরুরি সভায় সিড প্যাথলজি ল্যাবরেটরির পরিচালক নিয়োগের ব্যাপারে বিভাগীয় প্রধান ও পাঠ্যপর্ষদের চেয়ারম্যান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে তা পরিবর্তন করে রেজিস্ট্রার বরাবর ১৬ জুলাই পত্র প্রদান করেন। পরে বিভাগীয় শিক্ষকগণ বিষয়টি সংশোধনের দাবি জানালে বিভাগীয় প্রধান সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন। গত ২২ জুলাই বিভাগীয় শিক্ষকগণ সভায় বসে বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করে তার অনুলিপি উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বরাবর দাখিল করেছেন। পরে গত ৩০ জুলাই বিভাগীয় শিক্ষকগণ উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি অবহিত করেন এবং সিদ্ধান্ত কার্যকরের জন্য দাবি জানান।

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগে সর্বমোট শিক্ষক রয়েছেন ১৩ জন। এর মধ্যে বিদেশে অধ্যয়নরত রয়েছেন ২ জন এবং ১ জন হচ্ছেন প্রভাষক। অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন ৮ জন শিক্ষক। অনাস্থাজ্ঞাপনকারী শিক্ষকগণ হচ্ছেন প্রফেসর ড. গোলাম আলী ফকির, প্রফেসর ড. আব্দুল মোমিন, প্রফেসর মঈনুদ্দীন আহমেদ, প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুব হোসেন, প্রফেসর ড. ইসমাইল হোসেন, প্রফেসর ড. এ কিউ এম বজলুর রশীদ, সহযোগী প্রফেসর ড. মোঃ আয়ুব আলী, সহকারী প্রফেসর মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান সম্প্রতি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করে পত্রিকায় চিঠি লিখলে ক্যাম্পাসে দারুণভাবে সমালোচিত হন। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তাকে শোকজ করেছিল এবং শোকজের জবাব দানের পরিপ্রেক্ষিতে তা বর্তমানে সিন্ডিকেটের বিবেচনাধীন রয়েছে।